***ISSN 2072-3334***
*Development Compilation*
*Vol. 02. No. 01. August 2009*

# গণতন্ত্র বিকাশে উপযোগবাদী গ্রিক দার্শনিকদের প্রভাব: একটি দার্শনিক বিশেণ্টষণ

**মো: মতিউর রহমান***

(**সারসংক্ষেপ:** সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ সুখ-দুঃখের সাথে সুপরিচিত এবং সভ্যতার বহুপূর্বেই সুখ দুঃখের মানদ নিয়ে চিন্ড় চেতনায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে সক্রেটিস, পেণ্টটো, এরিস্টটল, প্রমূখ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের হাতে এর তত্ত্ব অনুসন্ধানের জোরালো আভাস পাওয়া যায়। কালক্রমে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সুখ-দুঃখের মূল উৎপাটন করে সমগ্র মানব জাতিকে একীভূত করে নতুন জগতে গণতান্ত্রিক চিন্ড়-চেতনায় উম্মোচিত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) এর 'A Treatise of Human Nature' নামক গ্রন্থে উপযোগবাদের আভাস পাওয়া যায়। ডেভিড হিউম, জন লক, ডেভিড রিকার্ডো, জন অস্টিনের মধ্যে যে উপযোগবাদ ছিল তা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) তাঁর রাষ্ট্রচিন্ড়ার বিকাশে উপযোগবাদের সংস্কার স্বরূপ বাস্ড়ব সমাজে প্রয়োগ করে আধুনিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের বিনির্মাণ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে তা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে)।

উপযোগবাদ প্রত্যয়টি সুখবাদ থেকে এসেছে। অন্যদিকে সুখবাদ সুখ (Hedon) থেকে উদ্ভূত। উপযোগবাদ ও সুখবাদ উভয়ই নৈতিকতা সম্পর্কিত মতবাদ। পরসুখবাদকেই মূলত: উপযোগবাদ বলা হয়ে থাকে।[১] উপযোগবাদ নৈতিকতা সম্পর্কীয় মতবাদ হওয়ায় নীতিবিদ্যার আলোচনা এসে যায়। আর নীতিবিদ্যা হচ্ছে মানব আচার-আচরণ ও নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কীয় বিদ্যা। অল্পকথায় যে বিদ্যা মানব আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৈচিত্য ও যথার্থ-অযথার্থ নিয়ে আলোচনা করে তাকে নীতিবিদ্যা বলে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Ethics, ইংরেজি এথিকস্ গ্রিক শব্দ এথিকা (Ethica) থেকে উদ্ভূত। Ethica শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ Ethos থেকে। Ethica শব্দটির বাংলা শব্দ আচার ব্যবহার বা রীতি-নীতি। সুতরাং Ethics বা নীতিবিদ্যাকে ব্যুৎপত্তিগতভাবে মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি বা অভ্যাস সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সমাজে

* গবেষক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

[১] Zitendra Nath Sarker, *A Study of J.S. Mill's Utilitarianism*, (unpublished thesis) Rajshahi University, Rajshahi-6205, 1997, P. 11.



প্রচলিত প্রথা বা রীতি-নীতি অনুসরণ করে আমরা যে অভ্যাস গঠন করি এবং সেই অভ্যাসের মাধ্যমে যে চরিত্র গঠিত হয় তার মান অর্থাৎ ভাল-মন্দ, উচিত বা অনুচিত এবং প্রশংসা বা নিন্দা ইত্যাদি নিরূপণ করাই নীতিবিদ্যার কাজ। আবার নীতিবিদ্যাকে নীতিদর্শনও বলা যেতে পারে।[২] Moral শব্দটি ল্যাতিন Mores শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ রীতি-নীতি বা অভ্যাস। ফ্লাংকনো (Frankena) বলেন,

> Ethics is a branch of philosophy; it is moral philosophy or philosophical thinking about morality, moral problems and moral judgements.[৩]

নীতিবিদ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ বিদ্যা মানুষের অভ্যাসজাত আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান যা চরিত্রের বর্হিপ্রকাশ। আর চরিত্র হচ্ছে অভ্যাসের সমষ্টি। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পূনরাবৃত্তির মাধ্যমে অভ্যাস গঠিত হয়ে থাকে। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct.[৪] তাই নীতিবিদ্যা হচ্ছে নৈতিকতা সম্পর্কীয় সমস্যা ও নৈতিক অবধারণ বিষয়ক দার্শনিক চিন্ড়া বা নৈতিক সূত্র বিশ্বাস ও অনুশীলনের তাত্ত্বিক আলোচনা।

দর্শনের ন্যায় নীতিদর্শনের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। নীতিদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, সক্রেটিস পূর্ব গ্রিক দর্শন থেকে নৈতিক চিন্ড় চেতনার অগ্রযাত্রা শুর হয়েছে। সমাজতন্ত্রের মতানুসারে প্রাচীনকাল থেকে সমাজের প্রতিটি স্ড়রে প্রথা বা রীতি-নীতির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল- সেখান থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব।

**উপযোগবাদ:**

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাটলার (Butler) ও সেফটিসবারি (shattesbury) সহ কিছু সংখ্যক ইংরেজি নীতিবিজ্ঞানী (English moralists) পরোপকার অথবা অপরের কল্যাণ অনুসন্ধানের স্বাভাবিকতা এবং নৈতিক জীবনে এর স্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন (Emphasized the Naturalness of banevolence and its place in moral life) হাটসন (Hutcheson) প্রকৃতই উলেণ্টখ করেন, সৎ স্বভাবের উদ্দেশ্য অথবা জাগতিক লক্ষ্য হচ্ছে (objective or material end of good conduct) সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখ। পরবর্তীতে তার এই কথা উপযোগবাদের শেণ্টাগান হয়ে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উপযোগবাদের চরম বিকাশকালে এর পুরোধা ছিলেন জেরেমি বেনথাম (Jeremy Bantham), জেমস মিল (James Mill) এবং তাঁর পুত্র জুন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)।

[২] ড. আব্দুল হামিদ, *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, রাজশাহী: বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্ড়ক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৮৯, পৃ. ২।

[৩] W.K. Frankena, *Ethics*, New Jersey: Prentice Hall, Inc, Englewood cliffs, 1963, p.3.

[৪] John S Mackenzie, *A Manual of Ethics*, London: University Tutorial press Ltd, 1963, P.1.

আধুনিক নীতিবিজ্ঞান সার্বিকতার (Universalism) দিকে অগ্রসরমান। নৈতিকতার মানদন্ড হিসেবে অধুনা সুখবাদীগণ আত্মসুখবাদের পরিবর্তে পরসুখবাদকে নৈতিক মানদন্ড হিসেবে পরিগ্রহণ করেছেন। পরসুখবাদ অনুসারে সর্বসাধারণের সুখই ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত।[৫]

তাঁদের দ্বারা আলোচিত নৈতিকতার মানদন্ড সম্পর্কীয় সুখবাদকে সর্ববাদী সুখবাদ বা পরসুখবাদ বা উপযোগবাদ বলা হয়। উপযোগবাদ উপযোগিতার নীতিকে নৈতিক মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করে। এ মতে যে কাজ বহু লোকের সুখ উৎপাদনে উপযোগী সে কাজ যথোচিত বা ভাল এবং যে কাজ সুখ উৎপাদনে অনুপযোগী তা অযথোচিত বা মন্দ। এ মতবাদ নৈতিকতার মানদন্ড নিয়ে অপর মানুষের সুখের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলে এ মতবাদকে পরার্থবাদী সুখবাদও বলা হয়। উপযোগবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তারা একটি বিষয়ে একমত তা হচ্ছে নিজের সুখের পরিবর্তে অপরের সুখ কামনা করা অর্থাৎ সার্বিক সুখ কামনা করা।

**উপযোগবাদী নৈতিক দর্শনে গ্রিক দার্শনিকদের প্রভাব:**

খ্রিষ্টপূর্ব (৫০০-৩০০) গ্রিক নীতিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃতি ছিল বলে সাধারণত ধারণা করা হয়। ব্যক্তির ন্যায়, অন্যায় বোধ প্রথার স্তর থেকে বিবেকের স্তরে উত্তরণ ঘটালেই নীতিবিদ্যা আমাদের আচরণ বিধি সংক্রান্ত আলোচনায় স্থান পায়। বিচার বিবেচনা, যুক্তি, চিন্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সম্পর্কে সজাগ হয়। পাশ্চাত্য গ্রিক দার্শনিকরাই সর্বপ্রথম নৈতিক সমস্যার উপরে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে পিথাগোরাস (৫৮০-৫০০ খ্রি:), হিরাক্লিটাস (৫৩০-৪৭০ খ্রি:) ও ডেমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০ খ্রি:) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া সক্রেটিস (৪৭০-৩৭০ খ্রি:), প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রি:) ও এ্যারিস্টটল (৩৪৮-৩২২ খ্রি:) এ সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেন। নৈতিক কাজের যৌক্তিকতার উপরে সিনিক (Cynics) ও সাইরেনিক (Cyrenacics) সম্প্রদায়ও বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সিনিকদের মতে, যা বুদ্ধিসম্মত কাজ তাই নৈতিকভাবে যথার্থ। অপরপক্ষে সাইরেনাইকদের মতে, যে কাজ মানুষকে দেহজ আনন্দ দেয় তাই নৈতিক। পরবর্তী সময়ে স্টোয়িকগণ সিনিয়কদের এবং ইপিকিউরিয়ানগণ সাইরেনাইকদের অনুসরণ করে কাজের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করেন। বিভিন্ন চিন্তাবিদদের আলোচনায় নৈতিক দর্শনে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের অবদান লক্ষ্যনীয়।[৬]

থেলিস থেকে শুরু করে পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল প্রমুখ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন মৌল সমস্যার যে পর্যবেক্ষণ, যাচাই-বাছাই ও সংস্কার করেন তা গোটা মানবকূলের জন্য চিরঅম্লান হয়ে থাকবে। সেই সুদূর অতীতের অনগ্রসর পরিবেশের বেড়াজালের মধ্যে অনুধ্যান, অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা যেসব

[৫] মো: আব্দুল হালিম; *দার্শনিক প্রবন্ধাবলি তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ, ১৯৮।

[৬] Zitendra Nath Sarker, Ibid, P. 12-13.



সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যেসব অনুমান, প্রকল্প প্রণয়ন করেছিলেন সেগুলোর ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে পরবর্তী কালের উন্নততর দার্শনিক তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম। সেগুলোই ক্রমশ জয় করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডারকে।

**সোফিস্ট সম্প্রদায়:** এথেন্স ছিল সোফিস্ট চিন্তার নায়কের ভিত্তিভূমি বা কেন্দ্রবিন্দু। গণতন্ত্রের মহান নায়ক পেরিক্লেশের (Pericles) মৃত্যুর পর গণতন্ত্রের যে ফাটল ধরেছিল তা মোকাবেলা করেন সোফিস্ট দার্শনিক সম্প্রদায়। দার্শনিক আলোচনায় তারা নৈতিক সমস্যার প্রাধান্য দেন। তাদের প্রধান উক্তি হলো মানুষ সবকিছুর পরিমাপক (Man is the measure of all things)। সোফিস্টদের ন্যায় আজকের নীতিবিদরাও নৈতিক মানদন্ডের আপেক্ষিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। উপযোগবাদ ছাড়াও বিভিন্ন সমকালীন দার্শনিক আন্দোলনে সোফিস্ট চিন্তার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন- অপরিবর্তনীয় সত্তা ও তার বিবিধ প্রকাশ সম্পর্কিত তত্ত্বের সূত্রধরেই সোফিস্ট দার্শনিকগণ রাষ্ট্র ও আইনের ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেন। অপরিবর্তনীয় সত্তাকে তারা প্রকৃতি (Nature) বলে আখ্যায়িত করেন। আর তার যে বিভিন্নমুখী প্রকাশ তাকে প্রথা (Convention) বলেন। সোফিস্টদের মতে, প্রকৃতি ও প্রথা দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিস। রাষ্ট্র, আইন, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিষয় যেহেতু প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত কাজেই সেগুলো সবই প্রকৃতি (Nature) বিরোধী।[৭]

অন্যদিকে বেনথাম উপযোগবাদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, প্রকৃতি মানুষকে আনন্দ ও বেদনা এই দুই প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছেন। এদের কাজ হলো কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় তা নির্ধারণ করে দেয়া যার মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের বীজ নিহিত আছে।[৮]

**সক্রেটিস (৪৭০-৪০০ খ্রি:):** সক্রেটিস মানুষের ন্যায়বোধ ভিত্তিক ব্যবহারিক জীবনে জ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনার সর্বপ্রথম মতামত প্রদান করেন। তাঁর মতে, ন্যায় সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞান হলে কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ করতে পারেনা। তিনি বলেন ন্যায়বোধের উৎস জ্ঞান, অন্যায়বোধের উৎস অজ্ঞতা। "Know theyself" উক্তিটি থেকে অনুধাবন করা যায় তিনি সৎ জীবনের জন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞান বা তার স্বভাব সম্পর্কীয় জ্ঞানের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সক্রেটিস নিজে কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও তাঁর যে নীতি, নৈতিকতা ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সত্যের উপর নির্ভর করে প্লেটো তাঁর সমস্ত গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। প্লেটো তাঁর সমস্ত মতবাদে স্থান দিয়েছেন সক্রেটিসের মূলতত্ত্ব 'Virtue is knowledge'। সক্রেটিস জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে, সত্য, ন্যায়, সুন্দর, কল্যাণ ও অকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়

[৭] মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দিন, *রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি*, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯৫ পৃ. ৪৯।

[৮] Jeremy Bentham, *An Introduction to the principles of Morals and Legistation*, New York: Hafnar publishing Co. 1963, p. 2.

পরিষ্কার করে বোঝাতেন।[৯] যেমনটি আজকের আধুনিক গণতন্ত্রে বিভিন্ন মিডিয়ায় কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সেমিনারের মাধ্যমে পরিষ্কার করে বোঝানো হয়ে থাকে। তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেল, কার্লমার্কস তাঁদের দর্শনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগিয়ে বাস্ড়ব জগৎকে আরও গতিশীল (dynamic) করেছেন। সক্রেটিস তন্দানিস্ড়ব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে না পারলেও আইনকে অমান্য করেননি বরং তিনি যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা মৃত্যুর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন- এটা গণতন্ত্রের বহি:প্রকাশ ছাড়া বৈকি।[১০]

**পেণ্ডটো (৪২৭-৩৪৭) :** Plato গণতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধা পোষণ করলেও সক্রেটিসের 'সদগুণই জ্ঞান' (virtue is knowledge) এই আদর্শের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, আদর্শের পর্যায়ে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং বৃত্তিমূলক সুষ্ঠ পদ্ধতিতে ত্যাগ তিতীক্ষার মাধ্যমে সর্বস্ড়রের এর সুফল পৌঁছানো সম্ভব। প্রকৃত সত্য যা অপরিবর্তনীয় তাকে প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড় করানো সম্ভব। অর্থাৎ এমন এক যথার্থ সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব, যাকে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করে যে কোন আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।[১১]

তিনি সর্বাধিক লোকের শুভ বা কল্যাণের কথা ভাবতে গিয়ে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করেন। আদর্শ বিচ্যুতির তৃতীয় পর্যায়ে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তাকে তিনি গণতন্ত্র বলেছেন। ধনিকতন্ত্রের দারিদ্রক্লিষ্ট জনগণ বিত্তশালীদের শোষণ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে অবাধ স্বাধীনতা ভোগের আশায় একদিন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ধনিকতন্ত্রের উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা লাভ করার প্রয়াস পাবে।[১২] পেণ্ডটোর মতে, ন্যায়পরতা হলো যার যা পাপ্য তাকে তাই দেয়া। আর গণতন্ত্রের আদর্শ, সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়পরতার উপরই প্রতিষ্ঠিত।[১৩]

> ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, If is our common humanity that gives us our unique position in the universe and that all other differences are comparatively insignificant.[১৪]

পেণ্ডটো যে দার্শনিক রাজার কথা বলেছেন তা আজকের গণতন্ত্রের ওপর হুমকি স্বরূপ কিন্তু যে পক্রিয়ায় দার্শনিক রাজা তৈরী করার কথা বলেছেন তা সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশেণ্ডষণ

[৯] ড. আব্দুল হাই তালুকদার, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিবৃত্ত (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯, পৃ. ৯২।

[১০] মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

[১১] M.B Foster, *Master of Political Throught*, London: www. Norton & company, 1963, Vol-1, p. 33.

[১২] মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[১৩] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *সমাজদর্শন*, কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৬৯।

[১৪] John S Mackenzie, *Out Line of Social Philosophy*, London: University Tutorial press Ltd., 1957, p. 178.



করলে দেখা যায় এখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে। আর পেণ্ডটোর সকল তত্ত্বমালার মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও তাৎপর্যবাহী অবদান।[১৫]

Plato' র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শ গণতন্ত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে তার পরিপূর্ণ সত্তায় বিকশিত করে রাষ্ট্রীয় জীবনে তার নির্ধারিত ভূমিকা পালন করার উপযোগী করে তোলা। আর আদর্শ রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে বাধ্যতামূলক এবং তাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বাভাবিক যোগ্যতার দিক দিয়ে নারী ও পুর"ষের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নেই এবং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে নারীরাও নিজেদেরকে অভিভাবকদের মর্যাদায় উন্নীত করতে পারেন। তাই Plato তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলামে নারীদের অন্ড়র্ভূক্ত করে অভিন্ন শিক্ষাসূচী প্রণয়ন করেন।[১৬]

**Aristotle (৩৮৫-৩২২):** পেণ্ডটোর অর্মূত নৈতিক ধারণার পরিবর্তে তিনি মূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক চিন্ড়াধারার বিকাশ সাধন করেন এবং তৎকালীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রে প্রচলিত নৈতিক রীতির ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সুপারিশ করেন। পরম শুভই তাঁর মতে শাস্ড়ি।

Aristotle, সোফিস্টদের মতবাদের সমালোচনা করে রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্পর্কিত যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে বলেন যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি দূর্বল বা সবল তা আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে হচ্ছে। আসলে পুরস্কার বা শাস্ড়ির ভয় ছাড়াও নীতি নৈতিকতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন মান্য করা উচিত। যেহেতু মানুষ তার নিজ কল্যাণ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় আইনের আনুগত্য প্রদর্শন করে। কাজেই আনুগত্য মানেই যে খারাপ জিনিস তা নয় বরং কল্যাণপ্রদ ও লাভজনক।

তিনি পরিবার তত্ত্বের মাধ্যমে (Theory of household) স্বয়ং সম্পূর্ণতা (Self sufficiency) অর্জনের কথা বলেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে তা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবে পরিবারে মিলিত হতে হয়। এখানে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ কথাটি লুকায়িত আছে।

Aristotle 'র মতে রাষ্ট্র হচ্ছে মানব জাতির সর্বোচ্চ সংস্থা। যে কোন সংস্থার কাজ হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। রাষ্ট্র বৃহৎ সংস্থা হওয়ায় মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সম্ভব।

রাষ্ট্র যদিও স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান তথাপি তা মানুষের ইচ্ছাশক্তির বাইরে নয়, মানবিক প্রচেষ্টাতেই তা রক্ষা করা হয় এবং যেরূপ কামনার যোগ্য তার গতি প্রকৃতি সেভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়।[১৭]

Plato রাষ্ট্র ও পরিবারকে এক করে ফেলেছেন। তিনি বলেন, শুধু আয়তনের দিক দিয়ে তফাৎ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু Aristotle, পরিবারের বিবিধ

[১৫] J.P, Suda, *A History of Political Thought, London*: Throton to Batter worth, 1973, Vol. 1, p. 59.

[১৬] মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

[১৭] G.O. Trevelyan, *The Life and Letters of Lord Macaulay*, Oxford: The claresdon press, 1959, Ch. IV.

প্রকৃতির কথা বলেছেন (১) স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক (২) পিতা-মাতার সাথে সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক (৩) প্রভুর সাথে দাসের সম্পর্ক আর একটি রাষ্ট্রে শাসকের সাথে সকল নাগরিকের সম্পর্ক এক ও অভিন্ন। এখানে Plato'র তুলনায় Aristotle'র গণতন্ত্র আধুনিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

**ডেমোক্রিটাস: (৪৬০-৩৬২):** সুখবাদের উৎপাদিত ভ্রূণ খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস এর চিন্তায়। তাঁর মতে, মানুষ স্বভাবত সুখ কামনা করে ও দুঃখকে এড়িয়ে চলে। তিনি দৈহিক সুখকে সমর্থন করেননি। অবশ্য তিনি সুখের নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আত্মাকে দেহের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবা, সর্বক্ষণ প্রফুলচিত্ত থাকা এবং ঈর্ষাপরায়ণ থেকে বিরত থাকা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। তার মতে, দেহের চেয়ে আত্মাকে বেশি মূল্যবান ভাবা উচিত। কারণ আত্মার উৎকর্ষতা ও পরিপূর্ণতা দেহের, কলুষতা দূর করে। তার মতে প্রজ্ঞার অনুশীলন ও চর্চা নৈতিক গুণের উৎস।

**সিনিক ও সিরেনাইক সম্প্রদায়:** সক্রেটিসের দর্শনকে যারা আংশিকভাবে গ্রহণ করে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তারা অর্ধসক্রেটিস নামে পরিচিত। সিনিক (Cynics) ও সিরেনাইক (Cyrenaics) সম্প্রদায় অর্ধসক্রেটিস নামে পরিচিত। সিনিক দার্শনিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা এন্টিনথিনিস। সিনিক সম্প্রদায় নৈতিক ক্ষেত্রে সুখবাদের বিরোধী ছিলেন। তাদের মতে, পার্থিব সুখ সম্পদ নিজেই জীবনের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু।[১৮] তারা পূণ্যকে শুভ বলতেন এবং মনে করতেন আত্মোন্নতির মাধ্যমেই নৈতিক গুণ অর্জন সম্ভব। রুশোর ন্যায় তাদের ধারণা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের যথার্থ নৈতিকতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। তারা পেন্থটোর ন্যায় সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও বিষয় সম্পত্তিকে উপেক্ষা করেন। কারণ এতে অসমতা বিভেদ দেখা দেয়। সিনিকদের অনেকেই বাসগৃহ বা ঘরবাড়ির মালিক হতে নারাজ। তারা ভবঘুরে ও ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়াত।

নৈতিকতার প্রশ্নে যথার্থ মতামত ব্যক্ত করেন সিরেনাইকবাদের প্রধান প্রবক্তা এরিস্টোপাস (৪৩৫-৩৫৬)। তার মতে সুখ যথার্থ শুভ। সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম শ্রেয়। মানুষ মাত্রই জন্মের শুরু থেকে সুখের সন্ধানে ও দুঃখ পরিহারে সচেষ্ট হয়। সুতরাং বলা চলে স্বয়ং প্রকৃতির নির্দেশই সব প্রাণীর কাছে সুখ শুভ ও দুঃখ অশুভ বলে প্রতীয়মান হয়। নীতিশাস্ত্রে ভোগকে সুখবাদ বলা হয়েছে। তিনি মনে করেন সব রকম সুখের উৎপত্তি দেহ থেকে। তার মতে মানবিক সুখ হচ্ছে দৈহিক সংবেদন।[১৯] সুখ পাওয়া ও সুরক্ষার জন্য তারা বিচারবুদ্ধি, আত্মসংযম ও মিতাচারের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সুখের জন্য কোনকিছুর দাস হওয়া ঠিক নয় বরং সেগুলোকে জয় করতে হয়।

[১৮] ড. রশীদুল আলম, *গ্রিক দর্শনের ইতিহাস, (অনুবাদ: ডব্লিউ.টি.স্টেস)* ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ১২৯।

[১৯] ড. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২, পৃ. ৭৯।



এরিস্টিপাস যে সুখকে পরম শুভ ও জীবনের লক্ষ্য বলেছেন তা কেবল দৈহিক সুখ মানসিক সুখ নয়। সিরেনাইকরা অচিরেই বুঝতে পারলেন তাদের এই মতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ একেবারে অসম্ভব। কোন একটি সুখের নৈতিক মূল্য নির্ণয়ের জন্য এর পরিমাণ এবং একে পাওয়ার পথে যে ক্লেশ জড়িত এ দুয়েরই হিসেব প্রয়োজন। ক্ষনিকের জন্য তীব্র হওয়া সত্বেও কোন সুখ পরবর্তী সময়ে যাতনার কারণ হতে পারে এবং সেই যাতনা সংশিণ্টষ্ট সুখের পরিমাণকে ছড়িয়ে যেতে পারে।

এসব কারণে সিরেনাইকরা প্রথমে যে সার্বিক ও স্থায়ী মানদন্ডের বিরোধিতা করেছিলেন পরে আবার তার সমর্থন করেন। সুখ প্রাপ্তি ও সংরক্ষণের জন্য শেষটায় তারা বিচার-বুদ্ধি, আত্মসংযম ও মিতব্যয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এমন কি বিশেষ বিশেষ কামনাকে জয় করা আবশ্যিক বলেও তারা স্বীকার করেন। এরিস্টিপাসের মতে সুখের জন্য পারিপার্শ্বিকতার দাস হওয়া চলেনা বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করতে হয়। শুধু তাই নয়, একাধিক সুখের মধ্যে কোনটিকে বর্জন করে কোনটিকে গ্রহণ করা উচিত তা বিচার করার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সিরেনাইকরা প্রথমদিকে যে উগ্র সুখবাদের পরিকল্পনা করেছিলেন ক্রমশ তার একটি সংযত ও পরিমার্জিত রূপ দেওয়ার প্রয়াস পান। আধুনিক হিতবাদীরা (Utilitarians) আত্মস্বার্থ বলতে যা বুঝে থাকেন সিরেনাইকদের পরিবর্তিত মতে তারই পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

সিরেনাইক সম্প্রদায় মতবাদের পরবর্তী পরিমার্জিত বৌদ্ধিক (Rational) দিকটি এপিকিউরীয়গণ গ্রহণ করেছিলেন। এরিস্টিপাসের উত্তরসূরীগণ তাঁর সুখবাদকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন থিওডোসিয়াস বলেন, খারাপ পরিণতি এড়াতে পারলে মানুষ যা খুশি তা করেও সৎ হতে পারে। হেগোসিয়াসের মতে, মানুষের জীবনে সুখের আবির্ভাব এতই বিরল যে, তা নিয়ে জীবন পরিচালনাই দুষ্কর।

**দার্শনিক এপিকিউরাস:**

সিরেনাইকবাদের মতের ধারাবাহিকতায় এপিরিউরীয়বাদের মতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এমতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রবক্তা ছিলেন এপিকিউরাস (৩৪২-২৮০)।[২০] এই মতবাদ নিছক ব্যক্তির বর্তমান সুখের কথা চিন্তা না করে ব্যক্তির ভবিষ্যত বা সামগ্রিক জীবনের সর্বাধিক পরিমাণ সুখের কথা বলে। সাময়িক বা ক্ষনিকের সুখ সত্যিকারের সুখের পরিবর্তে একটি বিশৃঙ্খল জীবনের দিকে মানুষকে চালিত করে বলে এ মতবাদ মনে করে। তাঁর মতে সুখই মানব জীবনের পরম শুভ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি মনে করেন, মরণোত্তর জীবনের ধারণা পরিহারের মাধ্যমেই জীবনে সুখী হওয়া যায়। তিনি সুখের গুণগত পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন। দৈহিক সুখ জ্ঞানী ব্যক্তির কাম্য নয় বলে তার ধারণা। কারণ দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সুখের সন্ধান পেতে পারেন। তিনি বলেন কোন আইন তখনই যথার্থ বলে বিবেচিত হবে যখন সে আইন সমাজের সর্বাধিক মানুষের নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম।

[২০] ড. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

কর্তৃপক্ষের শাস্তি্র ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার যথার্থ উপায় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা।[২১]

সিরেনাইকবাদ যেখানে স্থূল বা অপরিমিত সুখ বলে সেখানে এপিকিউরীয়বাদ মার্জিত বা পরিমিত সুখের কথা বলে। নৈতিক সন্তুষ্টির জন্য ক্ষনিকের সুখের পরিবর্তে একটি স্থায়ী অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলে এপিকিউরীয়বাদ সিরেনাইকদের চেয়ে একটি অধিকতর উন্নত মতবাদ। তাছাড়া এ মতবাদ অনুভূতির চেয়ে বিবেক বা বুদ্ধির অবদানকে স্বীকার করে বলে কেবল বিবেক বা বুদ্ধির মাধ্যমেই যথার্থ সুখ অর্থাৎ স্থায়ী মার্জিত সুখ অর্জন করা যায়।

প্রাচীন ভারতের চার্বাক দর্শনও আত্মবাদী সুখবাদের কথা বলে। চার্বাক দর্শন বস্তুবাদী বা জড়বাদী মতবাদের সমর্থক। যথাসম্ভব সুখভোগ কর– এই নীতিকে তারা সমর্থন করে। চার্বাক মতে, যে কর্ম অধিকতর ইন্দ্রিয় সুখ প্রদান করে, সে কর্ম ভাল। আর যে কর্ম অধিকতর ইন্দ্রিয় সুখ প্রদান করে না সে কর্ম মন্দ।[২২] তাই ব্যক্তি মানুষের পক্ষে এমন কোন কর্ম নির্বাচন করা উচিত, যা তাকে অধিকতর ইন্দ্রিয় সুখ প্রদান করে। এদিক থেকে একজন মানুষকে তখনই বুদ্ধিমান বলে মনে করা হবে যখন যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।

মধ্যযুগের দার্শনিকদের মধ্যেও সুখের প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যদিও তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ঝেরে ফেলেননি তথাপি ধর্মকে দর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করায় দর্শন তার স্পিরিট হারিয়ে ফেলে। তারপরও গণতান্ত্রিক চর্চা ও উপযোগবাদের গন্ধ পাওয়া যায় মধ্যযুগের দর্শনেও।[২৩]

**গণতন্ত্রে বিনির্মাণে উপযোগবাদী মতবাদের প্রভাবঃ**

আধুনিককালে ব্রিটিশ দার্শনিক উপযোগবাদী বেনথাম মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ থেকে সর্ববাদী সুখবাদ (Altruistic Hedonism) বা উপযোগবাদের কথা ব্যক্ত করেন। মানব প্রেষণার মনস্তাত্ত্বিক বিশেণ্ডষণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সুখের অন্বেষণ ও দুঃখকে পরিহার করা মানব প্রকৃতি বা স্বভাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেনথাম অভিমত পোষণ করেন যে, যেহেতু মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই এবং স্বভাবতই সুখ কামনা করে এবং দুঃখকে পরিহার করে। তাই মানুষের সুখ কামনা করা উচিত। এভাবে তিনি মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ থেকে নৈতিক সুখবাদে অগ্রসর হন। মানুষের কাজের ভাল মন্দ সুখের পরিমাপের উপর নির্ভরশীল। ফলে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ কামনা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ সুখের নিশ্চয়তা প্রদান করার নিমিত্তে উপযোবাদের একটা নৈতিক নিয়ম প্রয়োজন। গণতন্ত্রেরও সুক্ষ্ম ও আবশ্যিক নিময় আছে তা হলো অধিকাংশ লোকের সুখ-শান্তি্র নিরাপত্তার বিধান করা। কার্যতঃ আগের গণতন্ত্রের নীতি নৈতিকতা অনুপস্থিত থাকায় সর্বসাধারণের উপকারে ততটা আসেনি। গণতন্ত্র অনেকটা নৈতিক সংকটে পড়ে। কিন্তু উপযোগবাদের প্রভাবে আধুনিক গণতন্ত্রে নীতি নৈতিকতা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তা মানব কল্যাণে যুগপোযোগী হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে বদ্ধ পরিকর।[২৪]

সার্বিক বা সর্বাধিক মানুষের সুখের চিন্তা করে বেনথামই সর্বপ্রথম উপযোগবাদকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে রাষ্ট্র, সরকার, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং তিনি আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে আধুনিক গণতন্ত্রের ধারাকে বিকশিত করেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। উপযোগিতার নীতি প্রয়োগ করে তিনি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রাষ্ট্র ও সরকারের সংস্কার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ও সীমাহীন কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি বরং রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি এবং দুঃখ-কষ্ট হ্রাস করার জন্য। উপযোগিতার নীতি অনুসারে যা কিছু নৈতিক ও কল্যাণকর তা বলবৎ করার জন্য মানুষ রাষ্ট্রের উদ্ভাবণ করেছে। যেহেতু বেনথামের উপযোগবাদের মূল ভিত্তি ছিল সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ- এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি রাষ্ট্র, সরকার, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি কাজে হাত দেন।

যুগ সন্ধিক্ষনে 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান' চর্চার তত্ত্ব দাঁড় করাবার প্রয়োজন দেখা দিলে উপযোগবাদীরা গণতন্ত্রের সংস্কার করেন। এরা হলেন আঠারো শতকের প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের দূর্বল উত্তরসূরী। এডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থাম প্রমুখ। তারা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজের বহুদিনের অন্যায়, অত্যাচার বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার ও তাদের মধ্যে বৈষম্যগুলো দূর করবার পথ দেখালেন। তাঁরা মনে করতেন, একমাত্র এই পথেই ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) ও জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) প্রস্তাবিত অর্থনীতি কার্যকর করা যাবে এবং বহু মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ বয়ে আনা যাবে।[২৫]

আধুনিক উপযোগবাদের প্রবক্তাদের (ডেভিড হিউম, জেরেমি বেনথাম, জন স্টুয়াট মিল, হেনরী সিজউইক প্রমুখ) মতে, সুখ লাভই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে যে কাজে বেশি সুখ পাওয়া যায় সে ধরণের কাজ করা। এক অর্থে আমরা নৈতিক বিচারে ও গণতান্ত্রিক নীতিকে স্বীকার করছি। গণতন্ত্রের যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণযোগ্য তেমনি উপযোগবাদের নৈতিক বিচারে সেই কাজকেই আমরা নীতিসম্মত বলব যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুখ বিধান করে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিফল ঘটে উপযোগবাদী মতবাদে।[২৬]

---

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

[২২] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন (প্রথম খন্ড)*, কলিকাতাঃ ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৬, পৃ. ৬৬।

[২৩] এম আব্দুর রাজ্জাক, *মধ্যযুগের দর্শনের ইতিহাস*, ঢাকাঃ তাস-বাংলা প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ৩৩।

[২৪] মোঃ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৯৯।

[২৫] শহিদুল ইসলাম, *বিজ্ঞানের দর্শন*, ঢাকাঃ শিক্ষাবার্তা, ২০০৫, পৃ. ১৫২।

[২৬] ড. সুধীর কুমার নন্দী, *নীতিবিদ্যা*, কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৫ পৃ. ১২২।

সক্রেটিস: সক্রেটিসকে নীতি, নৈতিকতা, সত্য ও সততার ধারক ও বাহক রূপে গণ্য করা হয়। তিনি সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রবাহিত করার কাজে রত ছিলেন। শুধু আধুনিক কেন আজ ও পরবর্তীতে যে গণতন্ত্রের সংস্কার লাভ করবে তা সক্রেটিসের মধ্যে নিহিত ছিল।

Plato তাঁর দর্শনে ন্যায় ও কল্যাণ-অকল্যাণের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলামে নারীদের অন্ড়র্ভূক্ত করে অভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে যা আধুনিক গণতন্ত্রে লক্ষ্যনীয়। এমনকি বর্তমান সরকার অভিন্ন শিক্ষাসূচী প্রণয়নের উপর জোড় দিয়েছেন।

Aristotle নীতি নৈতিকতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলেছেন যাতে করে রাষ্ট্রের মঙ্গল বিধানে সর্বাঙ্গীন আশা করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন বিচ্ছিন্নতা সমর্থনযোগ্য নয়। তাই তিনি পরিবার তত্ত্বের মাধ্যমে (Theory of household) স্বয়ং সম্পূর্ণতা (Self sufficiency) অর্জনের কথা বলেছেন। যাতে সর্বাধিক লোকের সুখ প্রবাহমান হয়। এখানে গণতন্ত্রের আভাস লক্ষ্য করা যায়।

ডেমেক্রিটাস: আত্মার উৎকর্ষতার মাধ্যমে সব লোকের কলুষিতা দূর করার প্রচেষ্টা চালান। নৈতিক মূল্যবোধের ওপর গুর"ত্বারোপ করেন। নৈতিক উৎকর্ষতা আত্মার মধ্যে বিলীন হলে গণতান্ত্রিক ধারায় সবাই সুখের সন্ধান পাবে।

সিনিক সম্প্রদায় সুখকে তাদের জীবনের বিষয়বস্তু বলেছেন। পূণ্যকে শুভ বলেছেন ও আত্মার উন্নতির মাধ্যমেই নৈতিক গুণ অর্জন করা সম্ভব হলে তা গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

সিরেনাইকরা নীতি নৈতিকতার পরিবর্তে বিচার বুদ্ধি, আত্মসংযম ও মিতব্যয়িতার মাধ্যমে সুখের প্রাপ্তি স্বীকার করেন। তারা সুখের দাস হতে নারাজ এবং সুখের আভাস সবার কাছে পৌঁছানোর কথা বলেন। অর্থাৎ উপযোগবাদীরা যে সুখের কথা বলেন বহুপূর্বেই তারা একই সুখের কথাই বলেছেন।

এপিকিউরীয়গণ সিরেনাইক সম্প্রদায়ের মার্জিত বৌদ্ধিক সংস্করণ গ্রহণ করেন এবং তারাও সার্বিক সুখের কথাই বলেন। দার্শনিক এপিকিউরাস বলেন, কোন আইন তখনই যথার্থ বলে বিবেচিত হবে যখন সে আইন সমাজের সর্বাধিক মানুষের নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হবে।

ভারতীয় চার্বাক দর্শনেও সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। চার্বাক এর মতে, যে কর্ম অধিকতর ইন্দ্রিয় সুখ প্রদান করে সে সুখ ভাল। তাই অধিকতর অর্থাৎ বেশি বেশি ইন্দ্রিয় সুখ অর্থাৎ অধিক মানুষের ইন্দ্রিয় সুখ প্রদানকারী সুখই অধিক ভাল।

প্রাক-সক্রেটিস যুগে দর্শন ছিল জগৎকেন্দ্রিক। সক্রেটিস যুগে দর্শন হয়ে যায় মানব কেন্দ্রিক। Aristotle 'র যুক্তি আলোকে ধর্মের সাথে দর্শনের যে সম্পর্ক ছিল সেখান থেকে দর্শন আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করে। মধ্যযুগে দর্শন ধর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে যা পরিণতিতে ধর্মীয় অন্ধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়। পক্ষান্ড়রে, আধুনিক যুগে দর্শন হয়ে পড়ে যুক্তিনিষ্ঠতা, বিজ্ঞান মনষ্কতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের মুল লক্ষ্য হচ্ছে একক আধিপত্য ভেঙ্গে চুরমার করে সকল জনগণের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাওয়া। অপরদিকে, উপযোগবাদী মতবাদ ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের কথা বলে। তাহলে এখানে উভয়ের মধ্যে One to One Relation হচ্ছে। অতএব আমরা বলতে পারি উপযোগবাদী মতবাদের প্রভাবে গণতন্ত্র নীতি-নৈতিকতায় ভরপুর হয়ে আরও মজবুতভাবে বিকাশ লাভ করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই উপযোগবাদে গণতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। কালের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিককালে জেরেমি বেনথামের দার্শনিক চিন্ড়া ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে উপযোগবাদ তত্ত্বের বিশেণ্ডষণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে আধুনিক গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে।